প্রথম আলো

তারিখ ... 21 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা

প্রশ্ন ফাঁস, ছাত্রলীগ নেতাসহ আটক ১৫

- পরীক্ষার আগের রাতেই পুরো প্রশ্নপত্র ফাঁস
- কর্তৃপক্ষ বলছে পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্র থেকে প্রশ্নপত্র বাইরে গেছে
- বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে জালিয়াতি

নিজস্ব ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার সকালে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষার প্রশ্ন আগের দিন রাতেই ই-মেইল, ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের কাছে চলে যায় বলে জানা গেছে। এ ছাড়া অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষা শুরুর অন্তত আধা ঘণ্টা আগে সব প্রশ্নের উত্তর খুদে বার্তার মাধ্যমে পেয়ে যান।

আগের রাতেই প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার তথ্য-প্রমাণ *প্রথম আলোর* কাছে আছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়টি স্বীকার করেনি। তারা বলছে, পরীক্ষা শুরুর পর কেন্দ্র থেকে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। এটিএম (অটোমেটেড টেলার মেশিন) কার্ডসদৃশ একটি যন্ত্র দিয়ে কেন্দ্রের বাইরে থেকে প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ করা হয়েছে। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।'

এসব ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল ও পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক মহিউদ্দিন রানা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অমর একুশে হল শাখা ছাত্রলীগের নাট্য ও বিতর্কবিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুনসহ ১৫ জনকে আটক করা হয়েছে। মহিউদ্দিন রানাকে গতকাল রাতেই সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের পক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে গণমাধ্যম থেকে জানা মাত্রই তাঁকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ নতুন নয়। প্রশ্ন ফাঁসের কারণে ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) ভর্তি পরীক্ষা বাতিল হয়। তা ছাড়া ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় মুঠোফোনে জালিয়াতির কারণে অন্তত ২০০ জন পরীক্ষার্থী আটক হয়েছেন। তাঁদের তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে এর সঙ্গে জড়িত আরও ৫০ জনকে আটক করে র‍্যাব ও পুলিশ। এসব ঘটনায় মামলা হয়েছে অর্ধশতাধিক।

গতকাল পরীক্ষায় জালিয়াতির দায়ে আটক বাকি ১৩ জনের সবাই ঘ ইউনিটের পরীক্ষার্থী। তাঁদের ১২ জনের প্রত্যেককে ভ্রাম্যমাণ আদালত এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। আটক ইশরাক আহমেদ নামে অপর একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিআইডি কার্যালয়ে নেওয়া হয়।

রাতেই প্রশ্নপত্র ফাঁস

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অনেক পরীক্ষার্থী ই-মেইল, ফেসবুক মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রশ্ন পেয়েছেন বলে *প্রথম আলোর* কাছে একাধিক সূত্র থেকে তথ্য আসে। রাত ২টা ৩৫ মিনিটে ইংরেজি অংশের ২৪টি প্রশ্নের একটি কপি পাওয়া যায়। ওই কপিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো লোগো বা ইউনিটের নাম লেখা ছিল না। পরীক্ষা শেষে বেলা সোয়া ১১টার দিকে রাতের ওই প্রশ্নগুলোর সঙ্গে ঘ ইউনিটের প্রশ্নপত্র মিলিয়ে দেখে অবিকল মিল পাওয়া যায়।

প্রশ্নপত্রের শুধু ইংরেজি অংশ সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও একাধিক অভিভাবক *প্রথম আলোকে*

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ছাত্রলীগ নেতাসহ আটক ১৫

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিশ্চিত করেছেন, পুরো প্রশ্নপত্র তাঁরা পরীক্ষার আগেই পেয়েছিলেন। বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে তাঁরা এই প্রশ্ন সংগ্রহ করেন। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে একজন অভিভাবক প্রশ্নপত্র আগাম না পাওয়ায় তাঁর মেয়েকে বকাঝকা করছিলেন। প্রশ্ন পেতে তিনি মেয়েকে অগ্রিম টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা প্রশ্নদাতাকে না দেওয়ায় প্রশ্নপত্র পাননি বলে মেয়েকে বারবার দুষছিলেন তিনি। এ ছাড়া পরীক্ষা চলাকালে টিএসসিসংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটে ছাত্রলীগের হল শাখার এক নেতাকে মুঠোফোনে প্রশ্নের উত্তর পাঠাতে দেখা যায়।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন ও ঘ ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী সাদেকা হালিম প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি অস্বীকার করেন। *প্রথম আলোর* অনলাইন সংস্করণের সংবাদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'তোমাদের কাছে যদি রাতের বেলা থেকেই প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ থাকে তবে (পরদিন) দুপুর বেলা নিউজ হলো কেন?' তিনি বলেন, 'পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই প্রশ্ন ফাঁসের এই তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত ছিল।' পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল না জানানো হলে সাদেকা হালিম বলেন, 'নিউজ ভালো হয়েছে। নিউজ পড়ে আমি খুব মজা পেয়েছি।'

গ্রেপ্তার অভিযান

সিআইডি জানায়, পরীক্ষায় জালিয়াতির প্রস্তুতি হিসেবে বিশেষ একটি যন্ত্র আদান-প্রদানের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ্ হলের বর্ধিত ভবনের ২০০৪ নম্বর কক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রলীগ নেতা মহিউদ্দিন রানা এবং অমর একুশে হলের শহীদ রফিক ভবনের ১০১ নম্বর কক্ষ থেকে আবদুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেপ্তার করে তারা। গ্রেপ্তার নেতাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরদিন (গতকাল শুক্রবার) পরীক্ষা চলাকালে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল কেন্দ্র থেকে ইশরাক আহমেদ নামের এক পরীক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গতকাল বেলা সাড়ে তিনটায় সিআইডি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (অর্গানাইজড ক্রাইম) মোল্লা নজরুল ইসলাম এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে এ চক্রের মূল হোতাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁরা বিভিন্ন অফিসে চাকরি করছেন। তাঁদেরও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, একেকজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে তাঁরা ২ থেকে ৫ লাখ টাকা করে নিয়েছেন।

অলিপ বিশ্বাস ও এটিএম কার্ডসদৃশ যন্ত্র

সিআইডির সংবাদ সম্মেলনে মোল্লা নজরুল ইসলাম জানান, এটিএম কার্ডের মতো দেখতে সরু একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বাইরে থেকে পরীক্ষার হলে উত্তর সরবরাহ করা হয়েছে। এর আগে পরীক্ষার হল থেকে প্রথম অবস্থায় কেউ না কেউ ছবি তুলে ফেসবুক বা অন্য কোনো অ্যাপের মাধ্যমে বাইরে প্রশ্ন পাঠিয়ে দিয়েছে। এটিএম কার্ডের মতো ওই বিশেষ যন্ত্র পরীক্ষার্থীর পকেটে থাকে। সেই কার্ডে একটি মোবাইল ফোনের সিম সংযুক্ত থাকে। সেই সিমের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে পরীক্ষার্থীর কানে ছোট একটি তারবিহীন হেডফোনে বাইরে থেকে উত্তর বলে দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নেতা মহিউদ্দিন রানা *প্রথম আলোকে* বলেন, অলিপ বিশ্বাস নামে বিকেএসপির (বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) একজন কর্মকর্তার সঙ্গে তিনি পরীক্ষা কেন্দ্রে উত্তর পেতে আগ্রহী পরীক্ষার্থীদের যোগাযোগ করিয়ে দিতেন। অলিপ ঢাকা কলেজে পড়াকালে ছাত্রলীগের রাজনীতি করতেন। সেই সূত্রেই দুজনের পরিচয় হয়। গত বছরও অলিপের সঙ্গে দুজন শিক্ষার্থীর যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন মহিউদ্দিন। তাঁদের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিও হয়েছিলেন। তাঁর দাবি, অলিপই ওই বিশেষ যন্ত্র সরবরাহ থেকে শুরু করে সবকিছু করতেন।

সাভারের জিরানি এলাকায় অবস্থিত ক্রীড়া শিক্ষার জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান বিকেএসপির প্রশাসন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* জানান, অলিপ বিশ্বাস এই প্রতিষ্ঠানটির সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) পদে কর্মরত। তিনি ঢাকায় এলিফ্যান্ট রোডে থাকেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি রাজবাড়ী জেলায়।

গত রাতে অলিপ বিশ্বাসের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকেই তাঁর পরিচিত। তবে মহিউদ্দিন রানা নামে কাউকেই তিনি চিনতে পারছেন না। তাঁর বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠার কথা তিনি এই প্রতিবেদকের কাছ থেকেই প্রথম শুনলেন।

এদিকে আটক অপর ছাত্রলীগ নেতা আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, একুশে হল শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মশিউর সমীর তাঁকে পরীক্ষার প্রশ্ন সরবরাহ করতেন। তবে সমীর কোথা থেকে প্রশ্ন পেতেন, তা তাঁর জানা নেই।

জানতে চাইলে মশিউর সমীর *প্রথম আলোকে* বলেন, মামুন তাঁর হলের ছোট ভাই। এর বাইরে তাঁর সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই।

গ্রেপ্তার হওয়া পরীক্ষার্থী ইশরাক আহমেদ বলেন, তাঁর বাড়ি ময়মনসিংহের ভালুকায়। এলাকারই শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জেনিথের মাধ্যমে মহিউদ্দিনের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। জেনিথের সঙ্গে ডিভাইস ও উত্তর সরবরাহ বাবদ ৪ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। জেনিথও ছাত্রলীগের রাজনীতি করেন বলে তিনি জানান। তবে তাঁর কোনো পদবি আছে কি না, তা তিনি নিশ্চিত করেননি।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তৌহিদ এলাহি *প্রথম আলোকে* বলেন, আটক ১২ পরীক্ষার্থীকে তাঁরা প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁরা কেউই তেমন কোনো তথ্য দিতে পারেননি। তাঁদের কাছে পাওয়া যন্ত্রগুলো প্রক্টরের কাছে রয়েছে। সেগুলো পরীক্ষা করে হয়তো জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা যেতে পারে।

এ বছর ঘ ইউনিটে ১ হাজার ৬১০টি আসনের বিপরীতে ৯৮ হাজার ৫৪ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেছেন। এই ইউনিটে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ১ হাজার ১৪৭টি, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের জন্য ৪১০টি ও মানবিক শাখার জন্য ৫৩টি আসন রয়েছে।

ব্যানলেইস
পরিচালকের
প্রাপ্তি নং